# Corona Virus Infections in Japan

## জাপানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কম কেন ?

অনেকের প্রশ্ন জাপানে চীনের পর পর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেলেও জাপানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর ও মৃতের সংখ্যা এত কম কেন ? ওয়াশিংটন পোস্টও লিখেছে যে জাপান ব্যাপকহারে করোনা ভাইরাসের টেস্ট করেনি, তাই জাপানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর ও মৃতের সংখ্যা অনেক কম !
বিস্তারিতঃ
https://www.washingtonpost.com/world/2020/03/13/how-countries-around-world-have-tried-contain-coronavirus/

আসলে জাপান সরকার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর Cluster(অনেকে আক্রান্ত হয়েছে এমন জায়গা) এবং contact tracing (যারা আক্রান্ত রোগীর সরাসরি সংস্পর্শে এসেছে) এর উপর জোর দিয়ে করোনা ভাইরাসের টেস্ট (PCR Test)করছে। যারা আক্রান্ত রোগীর সরাসরি সংস্পর্শে এসেছে তাদের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার উপসর্গ কারো কারো দেখা যাচ্ছে আবার কারো কারো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু টেস্টে অধিকাংশের দেহে করোনা ভাইরাসের জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। যেমন গতকালের এক রিপোর্টে দেখা গেল যে ৫০বছর বয়সী ছেলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত; ৭৫বছর বয়সী মাকে বাসায় কোয়ারেনটাইন করে রেখেছিল। মার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোন উপসর্গ ছিল না কিন্তু মার টেস্ট করার পর দেখা গেল যে দেহে করোনা ভাইরাসের জীবাণু আছে। সাথে সাথে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা চলছে কারণ উপসর্গ দেখা দিলে জীবন সংকটাপন্ন হয়ে যেতে পারে। আসলে প্রত্যেক দেশেই হাসপাতাল, হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স, করোনা ভাইরাস কীট, ICU বেডের সীমাবদ্ধতা আছে। কাজেই দেশের সবাইকে টেস্ট করা সম্ভবপর নয়।

জাপানের স্বাস্থ্য, শ্রম ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী ১৮-মার্চ ১৮, ২০২০ পর্যন্ত জাপানে ৩৬,৬২৩ জনের করোনা ভাইরাসের PCR টেস্ট সম্পন্ন করেছে। আর গতকাল (৩/২০) রাত পর্যন্ত জাপানে ১,৭২৮জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, ৭৯৪জন সুস্থ হয়ে উঠেছে, ৬১জনের শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক, ৪২জন মারা গেছে আর ৩৭০জনের রোগের উপসর্গ নেই কিন্তু দেহে করোনা ভাইরাসের জীবাণু পাওয়া গেছে (Asymptomatic Carrier)। বয়স অনুযায়ী জাপানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর পরিসংখ্যান সংযুক্ত গ্রাফে দেখুন।

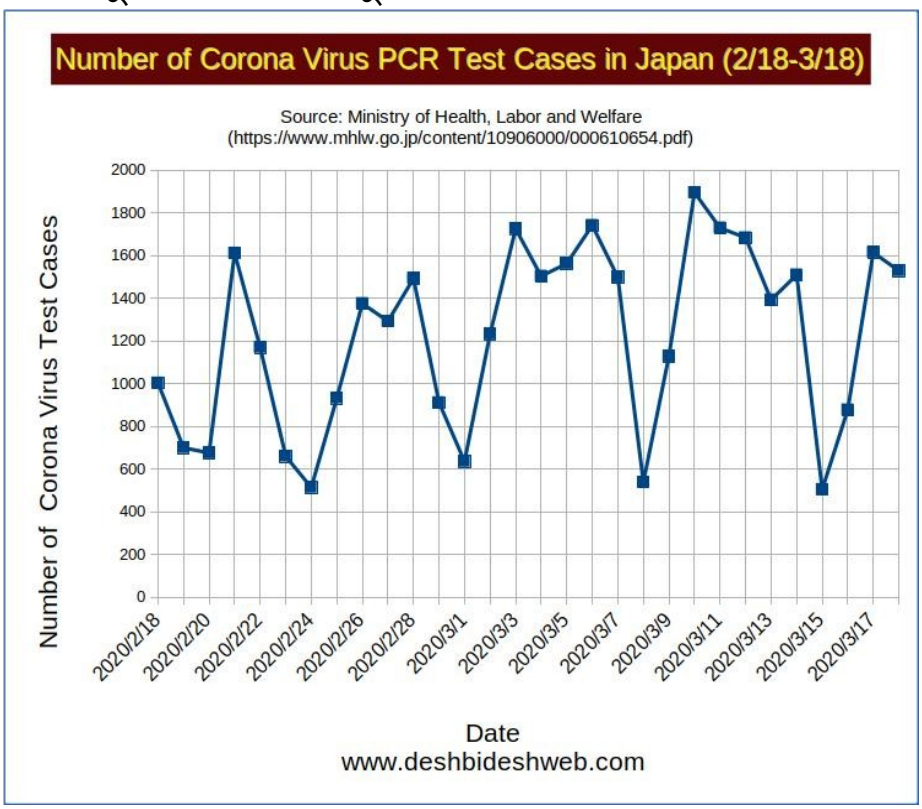


বর্তমানে জাপানে করোনা ভাইরাসের চিকিৎসার জন্য জাপান সরকার প্রায় ৪০০ মেডিকেল ইনস্টিটিউট নির্ধারিত করেছে। যদি ডাক্তারী পরীক্ষায় পজিটিভ আসে তাহলে খুব সম্ভবতঃ ঐ ৪০০ মেডিকেল ইনস্টিটিউটের যে কোন একটিতে পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু যদি ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে ? তখন খুব সম্ভবত সাধারণ হাসপাতালগুলোতে টেস্ট করার ও চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর রোগীর

উপসর্গ অনুযায়ী র‍্যাংকিং করে হাসপাতালে ভর্তি করবে। জাপান সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী কোন এলাকায় ব্যাপকহারে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে (১) সেই এলাকার লোকজনকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করবে; (২) সাধারণ সর্দি-কাশি হলে হাসপাতালে না গিয়ে বাসায় থাকতে বলবে; (৩) হাসপাতালে যে সকল রোগীর মারাত্মক নিউমোনিয়ার উপসর্গ আছে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা দিতে বলবে।

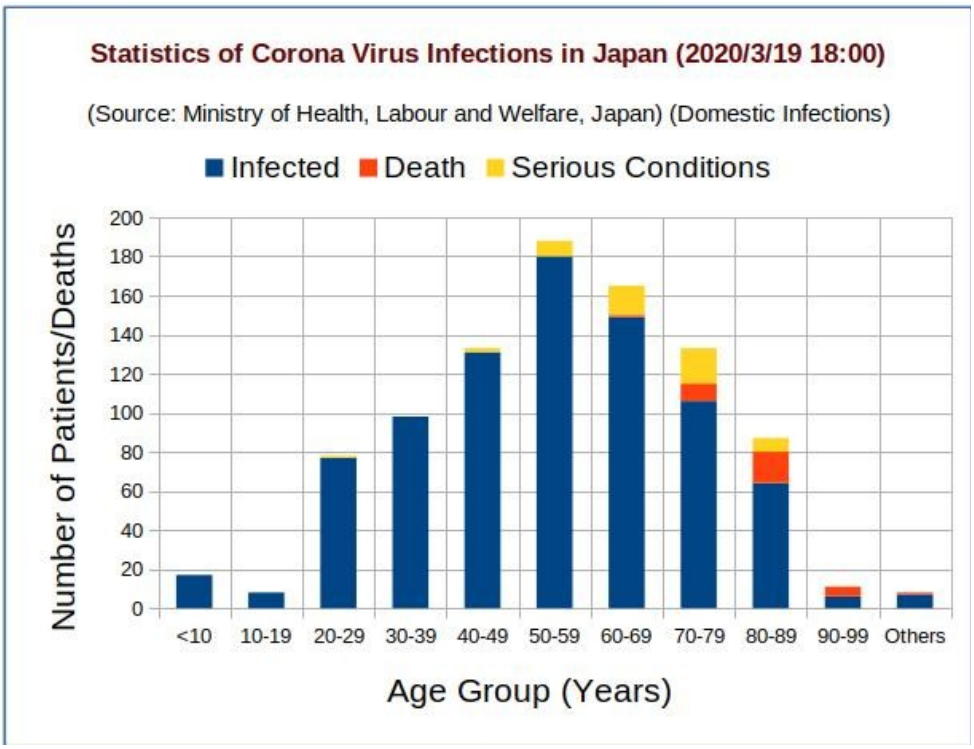


তথ্যসূত্রঃ
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/25/national/science-health/japan-guidelines-covid19-coronavirus/

এখন দেখুন জাপানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত একজন রোগীর উপসর্গের ডায়েরি। দেখুন উপসর্গ সাধারণ সর্দি-জ্বরের মত।

১. মার্চ ৪: রাতে জ্বর ৩৭.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস (100.0F); অফিসে গেছে।
২. মার্চ ৫: জ্বর ৩৭.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস (100.0F); অফিসে যায়নি।
৩. মার্চ ৭: জ্বর ৩৯.০ ডিগ্রী সেলসিয়াস (102.2F); অফিসে যায়নি।
৪. মার্চ ৮: জ্বর ৩৯.০ ডিগ্রী সেলসিয়াস (102.2F); অফিসে যায়নি।
৫. মার্চ ৯: হেঁটে বাসার পাশের হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে যায়, মুখে মাস্ক দিয়ে।
৬. মার্চ ১০: জ্বর ৩৮.০ ডিগ্রী সেলসিয়াস (100.4F); অফিসে যায়নি।
৭. মার্চ ১১: জ্বর ৪০.০ ডিগ্রী সেলসিয়াস (104.0F); এ্যাম্বুলেন্সে করে গিয়ে করোনা ভাইরাসের জন্য নির্ধারিত বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি। Dehydration symptoms !
৮. মার্চ ১২: জ্বর ৩৭.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস (99.0F)।
৯. মার্চ ১৩: PCR টেস্টে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়, জ্বর ৩৬.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস (97.9F)।
জ্বরের উপসর্গ দেখা দেওয়ার দশ দিন পরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়।
Source: Soka City, Saitama Prefecture, Japan.